দৈনিক
ইনকিলাব

20 JAN 2006
তারিখ 20 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

তাজুল ইসলাম চৌধুরী তুহিন

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। বর্তমান এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্বে বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট বা ঢাকা কৃষি কলেজ নামে পরিচিত ছিল। পূর্ববাংলার কৃষক দরদী নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৩৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠান পর থেকেই প্রতিষ্ঠানটি দেশের কৃষিক্ষেত্রের আধুনিকায়নে ও কৃষকের অবদানে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানই ছিল দেশের একমাত্র কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠার পর এর একাডেমিক দায়িত্ব প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হলেও এর প্রশাসনিক দায়িত্ব সরাসরি কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কাঠামোর আওতাধীনে এর প্রশাসনিক দায়িত্ব চালিয়ে আসছিল। গত ৬ জানুয়ারী ২০০১ হীরক জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিগত সরকার একে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ঘোষণা দেয়। ৯ জুলাই ২০০১ জাতীয় সংসদে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০১ পাস হয়। এরপর কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে এর কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথমে ভিসি নিয়োগ ও পরে সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে একে একটি পরিপূর্ণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয় এবং এর কার্যক্রমের গতিশীলতা আনে।

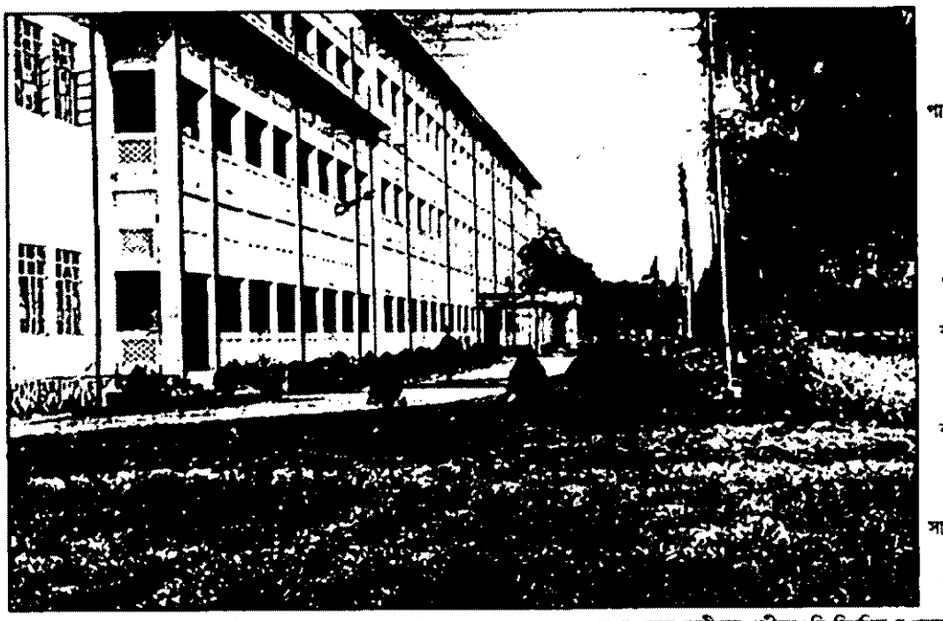

১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে এর জায়গার পরিমাণ ছিল ২৫০ একর। বর্তমান খামারবাড়ী, সংসদ ভবন এলাকা, জিয়া উদ্যান ও বাণিজ্য মেলার মাঠ ছিল এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে এর জায়গার পরিমাণ মাত্র ৮৬ একর। যেহেতু বর্তমানে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সেহেতু এর গবেষণার জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে বাণিজ্য মেলার মাঠটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পুনরায় অধিভুক্ত করার জন্য সরকারের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাণের দাবী।

প্রতিষ্ঠালগ্নে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ জন এবং শিক্ষক ছিল ১৫ জন। বর্তমানে এর ছাত্রসংখ্যা প্রায় এগার'শ এবং শিক্ষক সংখ্যাও একশ' এর উপরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের থাকার জন্য আবাসন ব্যবস্থার মধ্যে শেরেবাংলা হল, সিরাজউদ্দৌলা হল, নতুন হল ও ছাত্রীদের জন্য রয়েছে মহিলা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি সংস্কৃতি অঙ্গনেও রয়েছে প্রচুর সুনাম। কিছুদিন পূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং প্রতিযোগিতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পঞ্চম স্থান অধিকার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে রোভার স্কাউট, ডিবেটিং সোসাইটি, অতন্দ্রিলা, এবিটি ফোরাম, সপ্তক ও নীলিমার নাম উল্লেখযোগ্য।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে এখানকার ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানকার ছাত্র রাজনীতি অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত। হলগুলোতে রয়েছে দলমত নির্বিশেষে সকলের সহাবস্থান।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স ক্রেডিট সিস্টেমে শিক্ষা ব্যবস্থা কৃষি শিক্ষার একটি আধুনিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিতে যথাসময়ে কোর্স সমাপ্ত হবে বলে ছাত্রদের ৪ বছরের কোর্স শেষ করতে এখন আর ৭/৮ বছর লাগবে না। ফলে সরকার অল্প সময়ে দক্ষ ও আধুনিক কৃষিবিদ গড়ে তুলতে পারবে বলে সবার বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের দিকে সরাসরি দৃষ্টি রাখছেন, ক্যাম্পাস হতে অবৈধ বসবাসকারী উচ্ছেদ, অননুমোদিত দোকানপাট অপসারণ এবং আনসার বাহিনী নিয়োগের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রক্টরিয়াল কার্যক্রমও সক্রিয় রয়েছে। সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ম-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আইনগুলোও এখানে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাগুলি নিয়মিত হওয়ায় সেশন জট দূর হয়েছে।

রাজধানীতে শেকৃবি'র স্থান হওয়াতে দেশের অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এর অবস্থানগত একটি বিশেষত্ব রয়েছে। যে কোন ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ত্বরিত যোগাযোগ করার সুবিধা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী। তাছাড়া নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক ধারায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ এ. এম. ফারুক জানান, যেহেতু শেকৃবি একটি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেহেতু এটির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকলেও তিনি অচিরেই এই সমস্যাসমূহ কাটিয়ে উঠবেন বলে আশাবাদী। সর্বোপরি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি "Centre Par excellence" হিসেবে গড়ে তুলে, "স্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তার প্রশাসনের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন।